তারিখ 24 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

022

পরীক্ষা বিভ্রাটঃ এ দায় সমাজের

দেশ জুড়ে এখন এসএসসি পরীক্ষার ধুম। হবে নাই বা কেন, শিক্ষা জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, সবচেয়ে বড় পরীক্ষাও বটে, এমন বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর সমাবেশ আর কোন পরীক্ষায় সম্ভব নয়। পরীক্ষাটা যেমন বিশাল, এই পরীক্ষা উপলক্ষ করে ব্যাপারটাও তেমনি বড় হয়ে উঠেছে বলে আমাদের আক্ষেপও সীমা ছাড়াতে বসেছে।

গোলযোগের আশংকা গোড়ায়ই ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোর অভিজ্ঞতাই আশংকা জিইয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট। তবু একটা ক্ষীণ আশাও ছিল, কর্তৃপক্ষের সতর্ক আর দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের বহরও হয়ত এবার কিছু খাটো হবে। এ ক্ষীণ আশা মিলিয়ে যেতে সময় লাগেনি। পরীক্ষার প্রথম দিনই গোলমালের খবরটাই বড় হয়ে ওঠে।

গোলযোগ আর গোলমাল শব্দ দিয়ে পরীক্ষায় অনিয়ম তথা অবাঞ্ছিত ঘটনার অবতারণাকেই বুঝাতে চাচ্ছি। এতে প্রথমই আসে নকল করা, নকল করায় সাহায্য করা আর নকল সরবরাহ করার কথা। এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে বৃহত্তর গোলযোগেরও মাঝে মধ্যেই সূত্রপাত ঘটে থাকে।

চলতি পরীক্ষার প্রথম কদিন এদিকটাই ছিল প্রধান। নকল সংশ্লিষ্ট অপরাধের দায় শিক্ষার্থী আর কিছুসংখ্যক অভিভাবক শিক্ষকের উপরই বর্তায়। আপাতদৃষ্টিতে অন্তত এটাই বড় সত্য। গত কদিন ধরে তাই পরীক্ষার গন্দ-গোলযোগের জন্যে সকল মহলে ওরাই নিন্দিত হয়ে আসছিলেন।

নিন্দা ওদের অবশ্যই প্রাপ্য, ও নিয়ে মতভেদের অবকাশ নেই। তবে তাবত দায় ওদেরই, এও বোধ হয় গ্রহণযোগ্য নয়? সমস্যাটির গভীরে নজর দিলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা যার অপরিহার্য অংশ মাত্র গলদও অস্বীকার করা যায় না। চলতি পরীক্ষার নতুন গোলমাল এই আদত সত্যটিকেই স্পষ্টতর করে তুলেছে।

কুমিল্লা বোর্ডের একদিনের পরীক্ষা 'অনিবার্য কারণে' স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। অনিবার্য কারণটা কি তা এখন অনেকেরই জানা। একটি কাগজে ঐদিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার খবর বেরোয়। খবরের সংগে প্রশ্নের নমুনাও সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষাটি স্থগিত হয়ে যাওয়া খবরের অন্তর্নিহিত অভিযোগের সত্যতাই প্রমাণ করেছে।

গুরুতর আরেকটি অভিযোগ উঠেছে পাঠ্যবই আর প্রশ্নের যৌক্তিকতা নিয়ে। বিজ্ঞানের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে প্রশ্ন আর নির্ধারিত পাঠ্যের (বই) সঙ্গতি নেই। বই-এ নেই এমন বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্ন কর্তাদের পক্ষে সাফাই হিসেবে বলা হয়েছে, বই-এ না থাকলেও বিষয়টি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে প্রশ্ন আসায় বাধা নেই।

বই আর প্রশ্নে অসঙ্গতির আরও প্রমাণ আছে। বই-এ যে বিষয়টির উল্লেখ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ছত্রে সীমাবদ্ধ তার উপর পুরো ছয় নম্বরের একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। পরীক্ষার্থী দুটি ছত্রের সবটুকু লিখে দিলেও ছয়ের কাছাকাছি নম্বর দেবেন এমন উদার পরীক্ষকের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করার আর যাই হোক যৌক্তিকতার খেলাপ ঘটবে না।

এই যে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়া কিংবা যৌক্তিকতার সীমা ছাড়ানো প্রশ্নপত্রের অবতারণা এসব ঘট একথাই প্রমাণ করে, পরীক্ষার্থীর পাশাপাশি পরীক্ষকরাও একইভাবে পরীক্ষা বিভ্রাটের জন্যে দায়ী। দায় যখন উভয় পক্ষের, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই তাই দায়ী করতে হয়। দায়টা তাই সমাজব্যবস্থার উপরই বর্তায়। শিক্ষার আয়োজন আর ব্যবস্থাপনা সেতো সমাজেরই সৃষ্টি।

পরীক্ষা নিয়ে গোলযোগের এ দিকটি আদতে শিক্ষার্থীদের দায় লাঘব করে। যা পড়াবো না বা পড়াইনি শিক্ষার্থীর কাছে তা জানতে চাওয়া এক হিসাবে নকল করার মতই অপরাধ। তার চেয়ে বড় অপরাধ প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া। কেননা প্রশ্নপত্র যাদের হেফাজতে থাকার কথা তাদের দায়িত্বই কেবল অধিক নয়, এই সমাজে অধিকতর দায়িত্ব আর কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবেও তারা পরিচিত।

বই আর প্রশ্নের অসঙ্গতির সমর্থনে পাঠ্যসূচীর অজুহাত আপাতদৃষ্টিতে যাই দেখাক, আদতে একান্তই চলনযোগ্যতাহীন—খোঁড়া। পাঠ্যসূচী আর পাঠ্যবই দুটিই এখন একই কর্তৃত্বের অধীন। দায়টা তাই একই জায়গায় পৌঁছায়।

এ প্রসংগে কাজের কথা একটাই এসেছে—সংশ্লিষ্ট বইটির চালু থাকাটাই বিস্ময়কর। আদতে এ বইটির ত্রুটি নিয়ে এর আগেও বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তারপরও বই চালু থাকবে আর তার খেসারত গুনতে হবে শিক্ষার্থীকে এ কোন যুক্তির কথা?

বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় অযোগ্য বই, যা সাধারণ বিবেচনাতেও বাতিলযোগ্য ঘোষিত, বছরের পর বছর চালু থাকবে আর প্রশ্নপত্র তৈরীতে পান্ডিত্য দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের বিপদগ্রস্ত করবো এমন একটা অবস্থা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হয়ে চলেছে। এ দায় কার? নকল করার দায়ে শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা চলে। এই বই প্রণেতা আর সরবরাহকারীদের শাস্তিটা কি?

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মত গুরুতর অপরাধ অবলীলায় সংঘটিত হয়ে চলে। কুমিল্লা বোর্ডের এ ঘটনা ছাড়াও আরও ঘটেছে। ভিন্নতর অভিযোগও আছে এই প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে। মূলকেন্দ্রে ফাঁস করা কঠিন হলেও প্রশ্ন যখন বাইরে যায় তখন নাকি তা দেখে নেয়া তেমন কঠিন কিছু থাকে না। উন্নত যোগাযোগের ফলে দূর অঞ্চল থেকে সহজেই তা নাকি রাজধানীতে জানিয়ে দেয়া চলে।

এসব অভিযোগ এক কথায় উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। প্রশ্ন ফাঁস বা অন্যসব অসদুপায়ে পরীক্ষার শীর্ষস্থানও নাকি আজকাল নির্ধারিত হয়ে যায়। সব মিলে কঠিন ফাঁসে আটকা পড়ে হাসফাঁস করছে আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা। এর থেকে পরিত্রাণ কবে, আর কি পথে মিলবে কেউ তা বলবেন কি?

শিক্ষার্থীর জন্যে দন্ডের ব্যবস্থা আছে। তার প্রয়োগও ক্রমেই কঠোরতর হচ্ছে। আমরা এ কঠোরতাকে স্বাগত জানাই। তবে একই সংগে অন্য অপরাধীদের জন্যেও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আর অবস্থানের গুরুত্বে সে শাস্তি কঠোরতর হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। গোটা পরিস্থিতি; যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক, সমাজের দায় বলেই চিহ্নিত হতে বাধ্য। সমাজ তথা কর্তৃপক্ষকেই তাই দায়মুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে।

নকল করা, প্রশ্ন ফাঁস করা, অযোগ্য বই আর অযৌক্তিক প্রশ্ন এ সমস্যাগুলোকে আদতে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। সব মিলিয়েই পরীক্ষার সংকট। কেবল পরীক্ষার পদ্ধতি পাল্টে তাই এ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই প্রয়োজন বোধে ঢেলে সাজাতে হলেও, উন্নত করতে হবে। পঠন-পাঠনের সংগে পাঠ্যবস্তুর মান একটা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এ দায় তাই গোটা সমাজের। সমাজকেই সচেতন প্রয়াসে তা মেটাতে হবে।

—সালেহ চৌধুরী